22 FEB
পৃষ্ঠা ... কলাম ... ৬

সমকাল

ধামরাইয়ে ৪৫ প্রাথমিক স্কুলে প্রধান শিক্ষক নেই

■ মোকলেছুর রহমান, *ধামরাই (ঢাকা)*

ধামরাই উপজেলার ৪৫টি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে দীর্ঘদিন ধরে প্রধান শিক্ষক নেই। অবসর গ্রহণ, অন্যত্র বদলি এবং মৃত্যুজনিত কারণে পদগুলো শূন্য রয়েছে। এতে বিদ্যালয়গুলোতে পাঠদান ব্যাপকভাবে ব্যাহত হচ্ছে।

পাঠদান ব্যাহত

উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিস সূত্রে জানা গেছে, ধামরাই উপজেলার ১৬টি ইউনিয়ন ও একটি পৌরসভায় ১৭১টি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় রয়েছে। এর মধ্যে ৪৫টি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে প্রধান শিক্ষকের পদ দীর্ঘদিন ধরে শূন্য রয়েছে। শিক্ষক সংকটে ব্যাহত হচ্ছে প্রশাসনিক ও শিক্ষা কার্যক্রম। প্রধান শিক্ষকবিহীন বিদ্যালয়গুলো হচ্ছে– ধামরাইয়ের উত্তর বান্নল প্রাথমিক বিদ্যালয়, রোয়াইল প্রাথমিক বিদ্যালয়, মকিমপুর প্রাথমিক বিদ্যালয়, নিকলা প্রাথমিক বিদ্যালয়, আতুল্লারচর প্রাথমিক বিদ্যালয়, আমতা প্রাথমিক বিদ্যালয়, ভাবনহাটি প্রাথমিক বিদ্যালয়, বাউখণ্ড প্রাথমিক বিদ্যালয়, কেলিয়া প্রাথমিক বিদ্যালয়, বাস্তা প্রাথমিক বিদ্যালয়, চৌহাট প্রাথমিক বিদ্যালয়, চরচৌহাট প্রাথমিক বিদ্যালয়, গ্রোমগ্রাম প্রাথমিক বিদ্যালয়, সাইট্টা প্রাথমিক বিদ্যালয়, রঘুনাথপুর প্রাথমিক বিদ্যালয়, বেরশ প্রাথমিক বিদ্যালয়, হালুয়াপাড়া প্রাথমিক বিদ্যালয়, খাগাইল প্রাথমিক বিদ্যালয়, পশ্চিম খাগাইল প্রাথমিক বিদ্যালয়, পশ্চিম দেপাশাই প্রাথমিক বিদ্যালয়, মাকরখোলা প্রাথমিক বিদ্যালয়, চাউনা প্রাথমিক বিদ্যালয়, বেটুয়াইল প্রাথমিক বিদ্যালয়, সেনাইল প্রাথমিক বিদ্যালয়, বাদালিয়া প্রাথমিক বিদ্যালয়, কৃষ্ণনগর প্রাথমিক বিদ্যালয়, গোয়ালদী প্রাথমিক বিদ্যালয়, ডাউটিয়া প্রাথমিক বিদ্যালয়, বান্নাখোলা প্রাথমিক বিদ্যালয়, জলসীন প্রাথমিক বিদ্যালয়সহ ৪৫টি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়। এসব বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষকরা প্রধান শিক্ষকের দায়িত্ব পালন করে আসছেন। আবার অনেক বিদ্যালয়ে ৫ থেকে ৬ জন শিক্ষকের পদ থাকলেও আছেন মাত্র দুই থেকে তিনজন। পশ্চিম দেপাশাই সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকের দায়িত্বে থাকা সহকারী শিক্ষক লোকমান হোসেন বলেন, তার বিদ্যালয়ে আড়াই শতাধিক শিক্ষার্থী রয়েছে। এতে পাঁচজন শিক্ষকের পদ থাকলেও আছেন মাত্র তিনজন। এর মধ্যে তাকে প্রধান শিক্ষকের দায়িত্ব পালন করতে হচ্ছে। এ কারণে পাঠদান কার্যক্রম ব্যাহত হচ্ছে।

এ ব্যাপারে ধামরাই উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তা কাজী রাশেদ মামুন বলেন, দীর্ঘদিন ধরে উপজেলার ৪৫টি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে প্রধান শিক্ষকের পদ শূন্য থাকার বিষয়টি ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে জানানো হয়েছে।